

# অন্ধকার আগামী

## দিগন্ত বড়ুয়া

অন্ধকারে বসবাসঃ

এপার ওপার দুই বাংলায় ধর্ম ভোগী বিশাল সংখ্যক জগগন। এপারে মোল্লার উলঙ্গ লাফঝাপ ওপারে সাধুবাবার ঘন্টামাদল দোলানি। ক্ষয়িষ্ণু সুশিল পরিবেশ। বলতে গেলে নাইই। তবুও ছিটে ফোটা যে কয়জন এখনো লুকিয়ে আছে তাদেরও আর ধ্বজা কত দিন উড়বে জানি না। তবে আর যাই হোক সুশিলের নামটা কিন্তু লেঞ্জুর হিসেবে সুপার গু দিয়ে লাগিয়ে রাখবে। এপারে যে কথিত মুক্ত বুদ্ধির দূতেরা গত দশক থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত লিখতো আর্থিক মুক্তির কথা আজ তারা লেখে ধর্মভোগেই সুখের কথা। ইনিয়োর বিনিয়োর কত রঙ্গ রসের কথা। সব কিছু দেখে শুনে দিবা শেষে বিছানায় যখন শরীটা এলিয়ে দিই তখন মনের অজান্তে একটি কথা মুখ থেকে বেড়িয়ে আসে, “মতিভ্রম এই জাতিটার মতি গতি চরিত্র বুঝা বড় দায়”।

এপারে ওপারে তসলিমার নতুন প্রকাশিত বই নিষিদ্ধ হল। যারা এই বই নিষিদ্ধ করেছে আমার মনে হয় তারা ভালো করে কেউই বইটি পড়ে দেখে নাই। হুজুগের বাঙ্গালী এখনো ডাংগুলি খেলেই ভবলিলা সাঙ্গ করেদিচ্ছে। জিম্মি করে রাখছে সাধারণ মানুষ। আমি যখন সংখ্যালঘু বিষয়ে লিখি তখন কিছু মন্দ কথা বলি বলে কেউ কেউ বলে থাকেন। তবে সবার জ্ঞাতার্থে বলছি সেখানে আমি সেই বিশেষ সমাজের কিছু মানুষকে বাদ দিয়েই মন্দ কথা গুলো বলতাম। তবে কারা সেই মানুষ গুলো? তারা নিজেকে লুকিয়ে এক একটি দিন পার করছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুর মত। যাক সে কথা, বিজ্ঞান নামক পাগলা ঘোড়ার দৌড়ের গতিতে আজকের পৃথিবী প্রায় হাতের মুঠোতেই অবস্থান করছে। এপার ওপারের ডাংগুলি খেলোয়ারেরা যদি বুঝতো তবে এমন আহাম্মকের কর্ম করতে চিন্তা করতো একবার। তসলিমার বই নিষিদ্ধ করেছেতো কি হয়েছে। তিনি নিজেই তার ওয়েব সাইটে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন সেই বই। এখন সবারই হাতের নাগালে চলে গেছে। গ্রামের হতদরিদ্র কৃষক তসলিমার বই ২০ টাকা হোক বা ২০০ টাকা হোক কিনে কখনো পড়বেনা। কিছু সংখ্যক মানুষই পড়বে, পড়ে। ইচ্ছুক আজকে যারা নেটে গিয়ে বইটি পড়তে পারছেনো তারা কয়দিন পরে হলেও ঠিকই পড়ে নেবে।

আমাদের মা ও বোন সম দেখতে তসলিমাও একজন মানুষ বলে মনে করি। ব্যক্তি জীবনে তার কাম থাকবে, লোভ থাকবে। সাধারণ মানুষ বিনা আর কিছুই আমি মনে করিনা। কিন্তু তার শিল্প কর্মে তার মতামত থাকবে। তার লেখায় অনেক সত্য বেড়িয়ে এসেছে বলে আমার মনে হয়। তিনি সাহসী লেখিকা তাতে কোন সন্দেহ নাই। সত্য ও সাহস আলোর মত সরল পথেই চলে। মৌলবাদের বীজ চারা লালন পালন কারীরা তাকে সহ্য করতে পারবে না। কেননা, অত্যাচারী চিরকালই ভীরা থাকে। চোরের মনে পুলিশ পুলিশ ভাব থাকবেই। তার প্রকৃষ্ট উদাহরন এপারের সৈয়দ সামশুল হক ও ওপারের নাম ভুলে যাওয়া(অবশ্য মনে ও রাখতে চাই না) ব্যক্তি, যারা কাচারী ঘরের দুয়ারে ধর্না দিয়ে চলেছেন। আমার জানা মতে কলম শিল্পে এই প্রথম শুনলাম যারা কলমে হেরে গিয়ে কাচারীর শরনাপন্ন হয়েছেন। কলমের জবাব কলমেই হয়। মুখে নয়। লাঠিতে নয়। যদি সেই কলমে শক্তি থাকে।

লেখনি সত্তার বাইরে প্রতিটি মানুষ এক একটি সত্তা বহন করে ব্যক্তি জীবনের। সেই জীবনে সে ভালোও হতে পারে আবার খারাপও হতে পারে। সত্য হজম করার মতো

বাংলায় এখনো অনেকে আছেন বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু ঐ যে ডাংগুলি খেলোয়ারের কথা বললাম। তাদের করাল গ্রাসে বাংলাদেশ গভীর গুহায় নিমজ্জিত। এই গুহা থেকে বাঙ্গালী আর কোন দিন বের হতে পারবে না। যদিও কেউ চেষ্টা করবেন, কিন্তু করে কি লাভ? গুহা থেকে বের করে আনতে হয়তো দেখা যাবে ছেড়াবেড়া হয়েগেছে পুরোটাই। সুশীল বলুন আর কুশীল বলুন সিংহ ভাগ মানুষ আজকের দিনে পারেনা বাংলাদেশটাকে ঠেলে ঠুলে আরবের ভুখন্ডের সাথে জোড়া লাগাতে। পারলে হয়তো এত দিন তাও করে ফেলতো।

পঁচাগলা বাংলাদেশঃ

দেখতে দেখতে বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষার মর্যাদা পেয়ে গেছে। আমরা বাংলাদেশের মানুষেরা বাঙ্গালীয়ানায় মত্ত। খটকা লেগেছে কয়দিন আগে কোন এক কাগজে দেখলাম আগামী ১লা বৈশাখ হবে নাকি বই বিনিময় দিবস। মনের অজান্তে হাসি পায় মতিভ্রম এই জাতির ডাংগুলি খেলা দেখলে। আজকের যুগান্তরে বিশিষ্ট এক কলামিস্টের লেখা দেখলাম, উনি ইনিয়িং বিনিয়িং বলতে চাইছেন ১লা বৈশাখে নতুন বছর উদযাপন নাকি ইংরেজী সংস্কৃতি। আমাদের দরকার নাই। হাজার ব্যাখ্যা এসে যায়। কিন্তু একটি কথা বলতে চাই। এই মানুষ গুলো যারা বুদ্ধিবৃত্তিবান বলে পরিচিত। কখনো জাতিকে এই বলে আবার কখনো সেই বলে। উঠোনের এই মাথায় একবার শ্বাশুরী সাজে আবার ঐ মাথায় গিয়ে মা সাজে। নির্বোধ সাধারণ মানুষ তাদের ডাংগুলির ইশারায় দিন পার করে। কেউ যদি বলে বাংলার মানুষ নিরবে সব সহ্য করে কিন্তু কাজের বেলায় একটুও ভুল করে না। আমি বলি এই কথা যে বলে সেই আসল আহাম্মক, বিশাল কায় গন্ধভ। বাংলার মানুষের শিরা উপশিরা সব পঁচে গেছে। লাঠির ভয়ে তটস্থ সাধারণ মানুষ। প্রাণ হারানোর ভয়ে প্রতি ক্ষণ কেপে কেপে উঠে বাংলার সংখ্যালঘু। হিতাহিত আর জাগবে না কারো। কেননা, দালালে দালালে ভরে গেছে দেশ। মৌলবাদীতাই রাষ্ট্রের একমাত্র চালিকা শক্তি, নিত্যদিনের কৃতকর্ম। চোরে ভরে গেছে দেশ।

চোখে দেখা একটি কাহীনির কথা লিখবো। পাশাপাশি দুই গ্রাম। মুসলিম ও হিন্দু গ্রাম। মনে করি কারো নাম মুনাল দে, কারো নাম রেজাউল করিম। অর্থ বিভাগে কেউই সবল ছিল না। সাধারণ কৃষি নির্ভর পরিবার। দুই পরিবারেরই কিছু ধানী জমি ছিল। এক সাথেই হাই স্কুল শেষ করে দুজনেই কলেজে যায়। কলেজে রেজাউল ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে যায়। কোন দিন আর কলেজ পাশ দিতে পারেনি। মুনাল কলেজ শেষে বিশ্ববিদ্যালয় উপকিয়ে বস্তা ভর্তি টাকার আশায় বিদেশে আসে। অনেক দিন বিদেশে থাকে মুনাল। কাগজ বগলদাবা করেই দেশে যায়। অপর দিকে রেজাউলের এখন সত্যি সত্যি বস্তা ভর্তি টাকা। সে এখন বড় নেতা। কয়েক কোটি টাকার গাড়ীর ব্যবসা। আমার জানামতে যে কৃষক পরিবারের জমিজমা বাড়ীঘর এমন কি মানুষগুলোকেও যদি গলায় দড়ি দিয়ে বাজারে বিক্রি করতে নেয়া হতো তবে তিন লক্ষ টাকার বেশী বেচা যেত না আজকে সেই কৃষক সম্ভানের কোটি টাকা কি করে হয় কোন ব্যবসা বানিজ্য চাকুরী ছারা? কেউ না জানুক, রেজাউলের এই টাকার উৎস কি আমি জানি, মুনাল জানে, তাদের প্রতিবেশী সবাই জানে। অবস্থাপন্ন এক সংখ্যালঘু পরিবারের ভূমি দখল দিয়েই তার আয়ের উৎস সৃষ্টি হয়। এই রেজাউলেরই প্রতিবেশী মিজান দা শিপিং কোম্পানীতে ঘুষ না নেবার অপরাধে কাজ হারিয়ে গ্রামে গ্রামে মাস্টারি করে পেটের ভাত জোটায়। বাংলাদেশের এই পঁচা ক্ষত এতই বেশী পঁচেছে যে, আর কোন বৈদ্যের মলমে এই ক্ষত শুকাবে না। ডাংগুলি খেলোয়ারেরা ও তাদের রক্ষক, দালাল চক্র সবাই মিলে এতই বেশী দ্রুত গতিতে বাংলাদেশকে গুহার গভীরে নিয়ে যাচ্ছে যে, এখন কারো আর ক্ষমতা নাই এই যাত্রা থামায়। সব কিছুই একটি শেষ থাকে। শেষটা বোধ হয় আত্মহননের মধ্যদিয়েই হবে।

না। আমি মন্দ কিছু বলতে আসিনি। আমার নিজের অনুভূতির কথা বলতে চাইব মাত্র। পরবাসী আমি বেশ কিছুকাল। সংবাদ বলতে এই অঞ্চলের কাগজ গুলোই সম্বল ছিল। একসময় কাজের ফাকে ফাকে কিছুটা বাংলা কাগজ পত্র দেখাদেখি শুরু করলাম। এমন সময় নিত্যদিন এমন কিছু শব্দের মুখোমুখি হয়ে চলেছিলাম তা আমার মনে দাগ হয়ে রয়ে গেছে। কাগজে এমন অনেক শব্দ ব্যবহার হতে দেখেছি দেখছি তার বাংলা অর্থ আমি এখনো জানি না। একদিন বিকেলে এক বাঙ্গালী বাসায় দেখি বাংলাদেশ ও বিশ্বের ডায়েরী। একটু খুলে দেখি আরবী উর্দু শব্দে বই একাকার। একটি কথা মনে আছে এখনো, যে অধ্যায়কে পড়েছি পরিবর্তনশীল পৃথিবী আজকে সেই অধ্যায় হয়ে গেছে পরিবর্তনশীল দুনিয়া। ভাগ্য ভালো মাঝে মাঝে একটু আধটু হিন্দি ছবি দেখি বলে দুনিয়াটা বুঝেছি। আগামীতে হয়তো এই পরিবর্তনশীল কথাটিও পালটে যাবে। আবার আমার নতুন করে ভাষা শিখতে হবে। এই কথা বাদ দিয়ে শুধু আজকের সব দৈনিক অন লাইন কাগজ গুলো দেখলে টের পাওয়া যাবে, এমন কোন পৃষ্ঠা চোখে পরবে না যেখানে কম করে গোটা বিশ পঞ্চাশটি উর্দু আরবী শব্দ পাওয়া যাবে না। পরিস্কার বুঝা যাবে বাংলা ভাষা কি পরিমান দ্রুত বেগে আরব ও পাকিস্তানের দিকে ছুটেছে।

এক সময়ের শ্রী মফিজ আহাম্মদ দাদা আজকে মফিজ ভাই, এক সময়ের রোকেয়া দি এখন রোকেয়া আপা। কত সহজে বাঙ্গালী মুসলিম এক অ-স্পৃশ্য বৃত্তের অন্তরালে চলে গেল। এই তারাই আবার বাংলা ভাষা নিয়ে গর্ব বোধ করে। আজকের এই ভাষা প্রেম দেখে মনে মনে বলতে বাধ্য হই এই সেই বাঙ্গালী যারা বাংলা ভাষার দশ মাসের গর্ভধারণ করে ছুটে চলেছে আরবের পানে।

আমি জানি ও মানি পৃথিবীর প্রতিটি ভাষায় কিছু কিছু বিদেশী ভাষা মনের অজান্তে প্রবেশ করেছে ও করে। যেমন ইংরেজীতে প্রতি বছর কিছু কিছু নতুন শব্দ প্রবেশ করে ভিন ভাষা থেকে। তার মানে এই নয় তারা কোন ভাষায় মত্ত হয়ে নিজেদেরকে বিলিয়ে দিয়েছে। লজ্জা শরম হীন বাঙ্গালী প্রভুর দাসত্ব করতে নিজের ভাষাটাকেও ধীরে ধীরে গিলে ফেলছে অন্যের ভাষা ঠোটে নিয়ে।

বাঙ্গালী যদি হবি তবে প্রকৃত বাঙ্গালীই হয়ে থাক। গোলামীর শিকল পায়ে বেচে থাকার চেয়ে মরারই উত্তম। অঞ্চল ভেদে ভাষার ভিন্নতা হবেই। বাড়ীতে ধর্ম রেখে বাংলার পথে ঘাটে যদি বাঙ্গালী হতেই পারবি না তবে কেন ৩০ লক্ষ মানুষকে মরতে দিলি। দালালি করেই তো পার করে দিতে পারতি বাংলার মাঠি।

পৃথিবীর সবাই সুখী হোক, শান্তিতে থাকুক।

২/১/২০০৪